‘২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৬’ এবং ‘২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬’ উদ্‌যাপন কমিটি
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

তারিখঃ ১৫.০৩.২০২৬ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

‘২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৬’ এবং ‘২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারি ব্রজলাল কলেজ নিম্নলিখিত কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। উক্ত কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করার জন্য কলেজের সকল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানমালা

তারিখ ও বার	সময় ও স্থান	অনুষ্ঠানসূচি
২৫.০৩.২০২৬ খ্রি. বুধবার	সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে (কলেজ প্রাঙ্গণ)	⏩ জাতীয় পতাকা উত্তোলন
	সকাল ১০:১৫ মিনিট	⏩ গণহত্যা ও ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা স্থানঃ কলেজ অডিটোরিয়াম
	দুপুর ১২:০০ টা	⏩ প্রামাণ্য/ আলোক চিত্র প্রদর্শনী স্থানঃ কলেজ অডিটোরিয়াম
	দুপুর ১২:১০ মিনিট	⏩ রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ঃ মহান স্বাধীনতাঃ আমাদের প্রত্যাশা ও অর্জন। ⏩ কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এই পতাকার সূর্য সাক্ষী, কবি- আল মাহমুদ ⏩ দেশাত্মবোধক গান স্থানঃ কলেজ লাইব্রেরি
	বাদ যোহর	⏩ ২৫ মার্চের রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত
	সন্ধ্যায়	⏩ কলেজ মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা
	রাত ১০:৩০ থেকে ১০:৩১ মিনিট	প্রতীকী ব্ল্যাক আউট
২৬.০৩.২০২৬ খ্রি. বৃহস্পতিবার	সূর্যোদয়ের সাথে সাথে (কলেজ প্রাঙ্গণ)	⏩ জাতীয় পতাকা উত্তোলন
	সকাল ১০:০০ মিনিট	⏩ মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন (কলেজ প্রশাসন, শিক্ষক পরিষদ, বিভাগ, বিএনসিসি, রোভার, রেঞ্জার, যুব রেড ক্রিসেন্ট, ছাত্র সংগঠন ও কর্মচারীবৃন্দ)
	সকাল ১০:১৫ মিনিট	⏩ মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ স্থানঃ কলেজ অডিটোরিয়াম
	বাদ যোহর	⏩ কলেজ জামে মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠান
	বিকাল ৩:০০ টা	⏩ প্রীতি খেলাধুলাঃ (ক) শিক্ষকদের খেলাঃ অধ্যক্ষ একাদশ বনাম উপাধ্যক্ষ একাদশ (খ) ছাত্রদের প্রীতি ফুটবল খেলা ও ছাত্রীদের চেয়ার সিটিং (গ) তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী বনাম চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ফুটবল খেলা
	সন্ধ্যায়	⏩ কলেজ মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা

প্রতিস্বাক্ষরিত

15.03.26
(প্রফেসর সাইফুল ইসলাম)
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা
প্রফেসর সাইফুল ইসলাম
আইডি. নং-০০০০৬৩৯২
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

১৫.০৩.২০২৬
(প্রফেসর ফারজানা কবির)
আহবায়ক
‘২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৬’ এবং ‘২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬’ উদ্‌যাপন কমিটি
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

F:\Principal Sir\College Committee file\26 March 2026 05032026.doc

'২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৬' এবং '২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬' উদ্‌যাপন কমিটি

সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

তারিখঃ ১৫.০৩.২০২৬ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনায় অধ্যয়নরত নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, '২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৬' এবং '২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৬' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

১। রচনা প্রতিযোগিতা: মহান স্বাধীনতাঃ আমাদের প্রত্যাশা ও অর্জন
২। কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা: এই পতাকার সূর্য সাক্ষী- আল মাহমুদ
৩। স্বাধীনতা দিবসভিত্তিক দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা (যেকোনো)
৪। কুইজ প্রতিযোগিতা (স্বাধীনতা যুদ্ধ-১৯৭১) (২৬ মার্চ, ২০২৬ খ্রি. তারিখ তাৎক্ষণিক)

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণেচ্ছু অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থীদের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শ্রেণি ও বিষয় উল্লেখপূর্বক উল্লিখিত ইমেইল moynul300978@gmail.com, sonjitdu@gmail.com এ আগামী ২৪.০৩.২০২৬ খ্রি. দুপুর ২:০০ টার মধ্যে প্রেরণের জন্য বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অংশগ্রহণেচ্ছু সকল প্রতিযোগীকে আগামী ২৫.০৩.২০২৬ খ্রি. দুপুর ১২:০০ টায় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় প্রধানগণ/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক (উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী পাস, বিএনসিসি, রোভার, গার্লস গাইড)-কে অনুরোধ করা হলো।

প্রতিস্বাক্ষরিত

15.03.26

(প্রফেসর সাইফুল ইসলাম)
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

প্রফেসর সাইফুল ইসলাম
আইডি. নং-০০০০৬৩৯২
অধ্যক্ষ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

১৫.০৩.২০২৬

(প্রফেসর ফারজানা কবির)
আহবায়ক
'২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৬' এবং '২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬' উদ্‌যাপন কমিটি
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

এই পতাকার সূর্য সাক্ষী / আল মাহমুদ

দ্যাখো আজ পতাকা দেখারই দিন।
কলরব করে ওঠো, উচ্চারণ কর
মুক্তির ভাষা। আমিও তোমাদের সাথে দেখতে থাকি।

তোমাদের সাথে আমার অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অশ্রুসজল
চোখ দু'টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকি। কী লাল, সবুজ
পতাকার মধ্যে গোল হয়ে বসে আছে,
মনে হয় যেন পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের
রক্তের লোহিত কণায় অঙ্কিত হয়েছে এ সূর্য।

আমার ভেতরে কলরব করে ওঠে কত মুখ
কত আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টি। যারা আর
ফিরে আসেনি।
একজনের কথা মনে পড়ছে। মনতলা স্টেশনের
পাশ দিয়ে বামটিয়া বাজারের দিকে চলে গেছে যে পথ
সেখানে ছিল তার ক্যাম্প। ট্রেনিং নিতে গিয়ে
তার কুনুই থেকে রক্ত ঝরে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল।
ফেরেনি সে। তার মাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা বা শব্দ
বাংলা ভাষার অবিধানে ছিল না। কিন্তু তার মার
সামনে দাঁড়িয়ে আমি যে ইংগিতে কথা বলেছিলাম
তাতে মহিলা শুধু একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে
ওই গোল সূর্যের মধ্যে তার পূত্রকে দেখেছিল,
অশ্রুসজল চোখে।

আরো একজনকে জানতাম- সে কুমিল্লা থেকে
বেরিয়ে পড়েছিল যুদ্ধের দিকে। গুলিটা লেগেছিল
তার কোমরে। আগরতলা হাসপাতালে আমি তাকে
দেখতে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা বিষাক্ত শিশার টুকরো
নিখুঁতভাবে বের করতে পারলেও সে আর হাঁটতে পারেনি।
তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম
মুক্তির উৎসবে। ওই পতাকার লাল অংশে তার খানিকটা
রক্ত আছে। আমি সব সময় দেখি আর তার কথা ভাবি।
কী অবলীলায় তার নাম বাদ দিয়ে লেখা হয়ে যায়
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস! সে ছিল কুমিল্লার একটি
হিন্দু পরিবারের মেয়ে। তার পিতার উপজীব্য ছিল
সংগীত। আমি সাক্ষ্য দেই যে, পতাকার ঐ লাল অংশে
তার রক্তের লোহিত কণিকা মিশ্রিত আছে।
হে ইতিহাস, লেখো তার নাম।

কুষ্টিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছেলেটি।
কুষ্টিয়ার কাস্টম কলোনির পাশে, সে ঝাঁপিয়ে
পড়েছিল শত্রুদের জিপকে উড়িয়ে দিতে।
খন্ড খন্ড হয়ে উড়ে গিয়েছিল তার বাহু, উরু ও
পিঠের কিছু অংশ। হাসিবুল ইসলাম
আল্লাহু আকবার বলে সে আক্রমণ করেছিল।
তার বুক থেকে কলজে উড়ে গিয়ে ওই
পতাকায় লেগে আছে।
লেখো তার শেষ উচ্চারণ আল্লাহু আকবার।

কলরবমুখর হে ঢাকা মহানগরী
তোমাকে লিখতে হবে ওই রক্ত গোলকে
আসাধারণ বিবরণ। দেখতে হবে ইতিহাস নির্মাণ
করে কারা? আর কারা কেড়ে নেয় বীরত্বের পদকচিহ্ন!

দ্যাখো আজ পতাকা দেখারই দিন
কলরব করে ওঠো, উচ্চারণ কর-
মুক্তির ভাষা। আমিও তোমাদের সাথে দেখতে থাকি।